তারিখ ... 03 MAR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ২ ......

কর্মমুখী শিক্ষা

ঝরে পড়াদের জন্য শুভ উদ্যোগ

২ মার্চ সমকালে প্রকাশ, মাধ্যমিক পর্যায়ে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের কর্মমুখী শিক্ষা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ২০১৪ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত ঝরে পড়া চার লাখ ৬৫ হাজার শিক্ষার্থীকে এর আওতায় আনা হবে। তবে এটি চলমান থাকবে। নিঃসন্দেহে এটি একটি শুভ উদ্যোগ। যদি এই উদ্যোগের সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হয়, তাহলে নানা কারণে মাধ্যমিক স্তরে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের আর থাকতে হবে না কর্মহীন। তারা সরকারের কর্মমুখী শিক্ষার সুফল ভোগ করতে পারবে। এই শিক্ষা নিয়ে তারা আত্মনির্ভরশীল হওয়ার পথও সন্ধান করতে সক্ষম হবে। সমাজে নিশ্চয়ই এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। কর্মমুখী শিক্ষায় ঝরে পড়াদের গড়ে তুলে সরকার যদি তাদের ব্যাপারে আরও কিছু কর্মসূচি হাতে নেয়, তাহলে এর ইতিবাচক প্রভাব হবে আরও বিস্তৃত। এই শিক্ষায় শিক্ষিতদের ঋণদান করে যেমন আত্মনির্ভরশীল হওয়ার পথ খুলে দেওয়া সম্ভব, তেমনি বিদেশের শ্রমবাজারে দক্ষ জনশক্তির যে চাহিদা রয়েছে এ ব্যাপারেও পদক্ষেপ নিলে কল্যাণের পথটি প্রশস্ত হবে। ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের মানবসম্পদে পরিণত করার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই উদ্যোগ সাধুবাদযোগ্য। শুধু মাধ্যমিক স্তরেই নয়, এ ব্যাপারে প্রাথমিক স্তরেও দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় মাধ্যমিকে ঝরে পড়াদের কর্মমুখী শিক্ষার আলোয় আলোকিত করার যে চিন্তা করেছে এর পাশাপাশি মাধ্যমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ে ঝরে পড়া রোধে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নেওয়া আবশ্যক। সরকার ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের এ ব্যাপারে সদিচ্ছা এবং সঠিক পরিকল্পনা থাকলে এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা কঠিন হবে না বলে আমাদের বিশ্বাস। শিক্ষার প্রতিটি স্তর যুগোপযোগী ও বাস্তবভিত্তিক করার আরও জোরদার প্রয়াস জরুরি। শিক্ষার্থী অনুপাতে শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি, মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ আনন্দময় ও উৎসাহব্যঞ্জক হলে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার কমে আসবে বলেও আমরা মনে করি। প্রাথমিক স্তর হতে উচ্চস্তর পর্যন্ত বহু সমস্যা ভারে আক্রান্ত শিক্ষা খাতে কাঙ্ক্ষিত শৃঙ্খলা ফিরে আসুক, এটিই জনপ্রত্যাশা।